৭।

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 15 FEB 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শিক্ষাঙ্গন

সমাজকল্যাণের ছাত্রদের প্রতি বৈষম্য

সমাজকল্যাণ একটি ব্যাপক ও গতিশীল বিষয়। তাই সমাজকল্যাণ বিষয়টির গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ বিষয়ের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি পাচ্ছে না; বরং যারা প্রকৃতভাবে সমাজকল্যাণ বিষয় নিয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স প্রিলিমিনারীতে ভর্তি হতে হলে শুধুমাত্র স্নাতক পর্যায়ে যে ছাত্র যে বিষয় নিয়ে পড়ছে এবং যে বিষয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিতে পারে। কিন্তু একমাত্র সমাজকল্যাণ বিষয়ে সমাজকল্যাণের ছাত্র ছাড়াও সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন ও অর্থনীতি এই ৫টি বিষয়ের ছাত্ররা ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সমাজকল্যাণে ভর্তি হতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে, এসব বিষয়ের ছাত্রদের জন্য তাদের নিজ নিজ বিষয় হতে প্রশ্ন করা হয়। অর্থাৎ তারা পরীক্ষা দিচ্ছে অন্য বিষয়ে এবং ভর্তি হচ্ছে সমাজকল্যাণে।

তাই আমার আবেদন, ঢাকা অন্যান্য বিষয়ে ভর্তি পরীক্ষায় যে নিয়ম অনুসরণ করা হয় সমাজকল্যাণ বিষয়েও সেই নিয়ম অনুসরণ করা হোক।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের মত একটি বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমাজকল্যাণ পড়ানো হয় না। তাই অতিসত্বর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে সমাজকল্যাণ ডিপার্টমেন্ট খুলে সমাজকল্যাণ পড়ার পথ প্রশস্ত করার অনুরোধ করছি।

—মোঃ মিজানউর রহমান,
বাসা-৮৯/৯০, রোড-৮,

শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষের সমীপে

শর্টহ্যান্ড ও টাইপ লিখন একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। এ কারণেই উচ্চ মাধ্যমিক বাণিজ্য বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এটি অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় অনেক কলেজে বিষয়টি না থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বিষয়টি পড়তে পারছে না। সুতরাং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের আকুল আবেদন, অচিরেই যেন তারা সকল কলেজে এই বিষয়টি পড়ানোর জন্য অনুমোদন প্রদান করেন।

—জয়েল, কবির, সায়েম,